

## ঘনিয়ে আসছে বৃক্ষরোপণের উত্তম সময়

এই এলো বলে বর্ষাকাল। খুব বেশী একটা দেরী নেই এই মৌসুমটি আসার। বর্ষাকালই হচ্ছে চারাগাছ লাগানোর উত্তম সময় আমাদের দেশে। আগে থেকেই প্রস্তুতি নিন এ ব্যাপারে।

ইতোমধ্যেই চারাগাছ রোপণ-পূর্ব যাবতীয় কাজ না করে থাকলে আর দেরী না করে লেগে যান তাবৎ কাজে। অবশ্য করণীয় কাজে।

চারাগাছ রোপণের জায়গা এখনো নির্বাচিত হয়ে না থাকলে আজই তা ঠিক করুন। জায়গাটি ভালভাবে পরিষ্কার না করে থাকলে এখনই লেগে যান ঝোপ-জঙ্গল, অপ্রয়োজনীয় লতা-পাতা, আগাছা সাফ করার কাজে। এখনো পরিমিত আয়তনের গর্ত খনন না করে থাকলে আজই তা করুন। খেয়াল রাখবেন, গর্তটি যেন ঠিকমতো আলো-বাতাস পায় ১৫-২০ দিন ধরে। গর্তটি যেন চারাগাছ রোপণের উপযোগী হয়।

এখন থেকেই খোঁজে থাকুন কোথায় পাওয়া যাবে আপনার নির্বাচিত উন্নতমানের ভালজাতের চারাগাছ। বর্ষা শুরু হওয়া মাত্রই ভাল চারাগাছ সংগ্রহ করে তা রোপণ করুন আপনার নির্বাচিত জায়গায়।

বৃক্ষরোপণ একটি ক্রমবর্ধমান লাভজনক বিনিয়োগ। বৃক্ষরোপণে আপনি আপনার অর্থ বিনিয়োগ করুন। দেখবেন, বাড়তেই থাকবে ধীরে ধীরে আপনার লাভের অংক। হেলায় হারাবেন না আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার এমন সুযোগ। আপনার নিজের স্বার্থেই।

বৃক্ষরোপণের ব্যাপারে আরো কিছু জানার থাকলে আজই যোগাযোগ করুন ধারে-কাছের বন কর্মকর্তার সাথে। তাঁর কাছ থেকে পাবেন প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পূর্ণ সহযোগিতা।

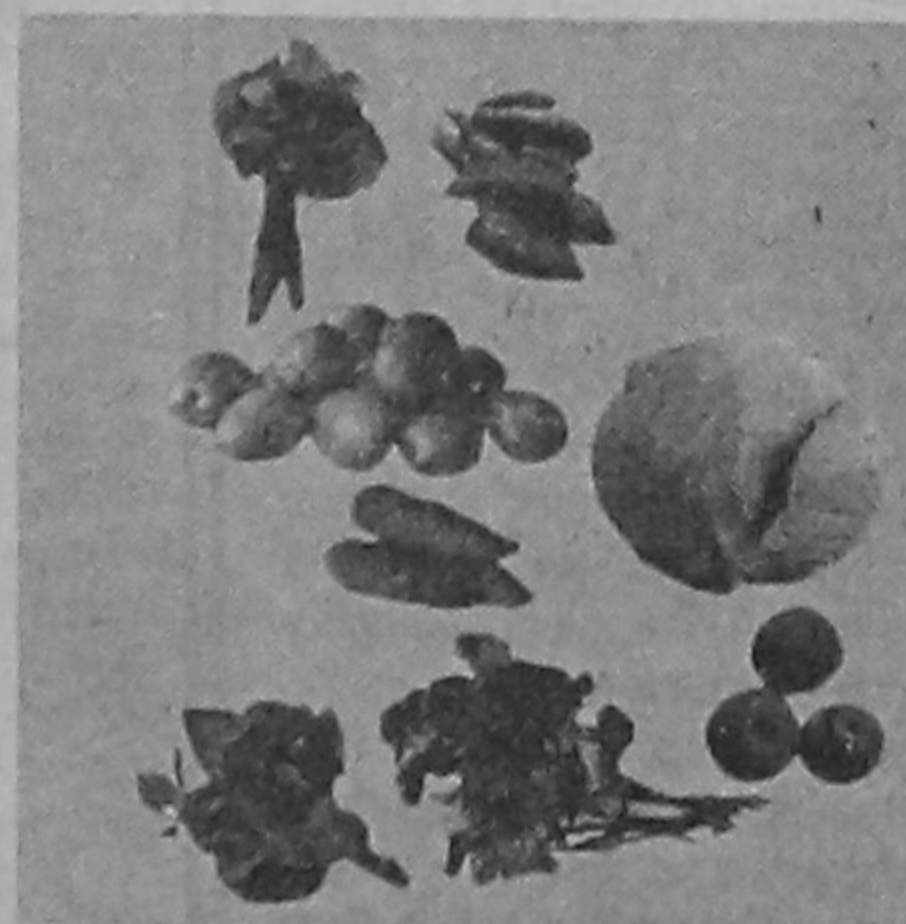
লাভের অংক বাড়ান বৃক্ষরোপণ করে  
**উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প**  
বন অধিদপ্তর-ঢাকা

ডি এফ পি-৯৯৮৮-১৬/৪/২০০১

## ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে জানাই অভিনন্দন

### বাজার চাহিদা অনুযায়ী কৃষি পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা করুন

- কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও বাজারজাতকরণ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। এতে বড় বাজারসমূহে পণ্য নেয়া ও বিক্রি সম্ভব হবে এবং আপনার আয় বাড়বে। মনে রাখতে হবে একতাই বল।
- উপযুক্ত ও সঠিক উপায়ে কৃষি পণ্য সংরক্ষণ করুন এবং উপযুক্ত সময়ে বিক্রি করে আপনার আয় বৃদ্ধি করুন। এ ব্যাপারে নিকটস্থ শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্পের গুদামসমূহে কম খরচে শস্য পণ্য সংরক্ষণ ও ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ নিতে পারেন।
- কৃষি পণ্য সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করলে অপচয় কম হবে এবং ফসলের পুষ্টিমানও বজায় থাকবে, যা আর্থিক দিক দিয়ে আপনাকে লাভবান করবে।
- গ্রামীণ পর্যায়ে ফলমূল ও শাক-সবজির স্বাস্থ্যসম্মত ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য পরবর্তী সময়ে ব্যবহার বা বিক্রির ব্যবস্থা করুন। এতে আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে।
- স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থায় প্রক্রিয়াজাত করবেন। এতে পণ্যের মান বৃদ্ধির পাশাপাশি অপচয় রোধ এবং দেশী ও আন্তর্জাতিক বাজারে গড় মৌসুমে পণ্য সরবরাহ সম্ভব হবে।
- বর্তমান বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করতে আপনার পণ্যের উপযুক্ত ও আধুনিক প্রক্রিয়াজাত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- বিশ্ব বাজারে পণ্যের সাথে উন্নত আধুনিক দৃশ্যমান প্যাকেজিং-এর গুরুত্ব অপরিহার্য। এ বিষয়ে প্রস্তুতকারী এবং রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানকে সচেতন হতে হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজার আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের প্যাকেজিং ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে।
- জমি থেকে ফসল কাটা বা তোলা এবং মাড়াই-এর সময় যত্নবান হোন। এতে ফসলের উৎপাদনজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে।
- কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণন খরচের খাতগুলো চিহ্নিত করুন এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করুন। এতে আপনার পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।



- ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গ্রেডিং করে ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করুন যা আপনার পণ্যের ভাল মূল্য পেতে সাহায্য করবে।
- প্রয়োজনীয় বাজার তথ্য আপনার কৃষি পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক। পচনশীল পণ্য দ্রুত বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিবেন।
- ফসলের গুণাগুণ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন।



## কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

ডি এফ পি-৯৯৮৮-১৬/৪/২০০১